ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

বিধানসভা সংবাদ
স-১১৬৭
আগরতলা, ২৬ জুন, ২০১৮

বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগের ব্যাপারে সহসাই প্রক্রিয়া শুরু হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগের ব্যাপারে খুব সহসাই প্রক্রিয়া শুরু করবে,- আজ রাজ্য বিধানসভায় ২০১৮-১৯ সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর বিরোধীদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে যে নিয়োগ নীতি প্রণয়ন করেছে তা যুগান্তকারী। এই প্রথম এমন নীতি চালু করা হয়েছে যাতে মেধাবীরা সরকারী চাকুরী পাবেন। কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরের ক্ষেত্রেও এই একই নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি না থাকলে কী হয় তা আমাদের রাজ্যে আদালত একাধিকবার স্পষ্ট করে দিয়েছে। তিনি বলেন, নতুন যে নিয়োগ নীতি নেয়া হয়েছে তাতে দলমত নির্বিশেষে সবাই চাকুরী পাবেন। বেকারদের স্বচ্ছভাবে নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেধার ভিত্তিতে চাকুরী পাবার অর্থ এই নয় যে, বোর্ডের পরীক্ষায় যারা পচানববই শতাংশ নম্বর পেয়েছেন তারাই শুধুমাত্র চাকুরী পাবেন। চাকুরী প্রার্থী যে পদের জন্য চাকুরীর প্রত্যাশা করছেন তাকে সেই পদের কাজের ধরণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হবে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সবাই রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধি দপ্তরের মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন বলেন, রাজ্যের সর্বত্র পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে রাজ্য সরকার বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন। এজন্য পি সি অর্থাৎ আংশিক কভার হওয়া পাড়াগুলিকে এফ সি অর্থাৎ পুরোপুরি কভারে উন্নীত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এর আগে ব্যয় বরাদ্দের উপর আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রতন ভৌমিক, বিধায়ক নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী এবং বিধায়ক মবস্বর আলী। শেষে বিরোধী সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায় এবং ৩২টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভায় সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়।

****